সূরা - ৫২

পাহাড়

(আত-তুর, :১)

মক্কায় অবতীর্ণ

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে, যিনি রহমান, রহীম।

পরিচ্ছেদ - ১

১ ভাবো পাহাড়ের কথা,

২ আর লিখিত গ্রন্থের,

৩ এক খোলামেলা পাতায়;

৪ আর ভাবো ঘনঘন গমনাগমনের গৃহের কথা,

৫ আর সমুন্নত ছাদের,

৬ আর উচ্ছলিত সমুদ্রের কথা;

৭ নিঃসন্দেহ তোমার প্রভুর শাস্তি অবশ্যম্ভাবী—

৮ এটির জন্য কোনো প্রতিরোধকারী নেই;

৯ যেদিন আকাশ আলোড়ন করবে আলোড়নে,

১০ আর পাহাড়গুলো চলে যাবে চলে যাওয়ায়।

১১ অতএব ধিক্‌ সেইদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য—

১২ যারা বৃথা তর্কবিতর্কে খেলা খেলছে।

১৩ সেইদিন তাদের ধাক্কা দিয়ে নেওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাক্কা দিতে দিতে।

১৪ "এইটিই সেই আগুন যেটিকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

১৫ "এটি কি তবে জাদু? না কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?

১৬ "ঢোকে পড় এতে! অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধর অথবা ধৈর্য না-ধর, তোমাদের জন্য একসমান। তোমাদের প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র তোমরা যা করতে তারই।"

১৭ নিঃসন্দেহ মুত্তকীরা থাকবে জান্নাতে ও পরমানন্দে,—

১৮ তাদের প্রভু যা তাদের দিয়েছেন সেজন্য তারা সুখভোগ করতে থাকবে, আর তাদের প্রভু তাদের রক্ষা করবেন ভয়ংকর আগুনের শাস্তি থেকে।

১৯ "তোমরা যা করে থাকতে সেজন্য তৃপ্তির সাথে খাওদাও ও পান করো।"

২০ তারা হেলান দিয়ে বসবে সারি-সারি সিংহাসনের উপরে; আর আমরা তাদের জোড় মিলিয়ে দেব আয়তলোচন হূরদের সাথে।

২১ আর যারা ঈমান আনে, এবং যাদের সন্তানসন্ততি ধর্মবিশ্বাসে তাদের অনুসরণ করে— আমরা তাদের সঙ্গে মিলন ঘটাব তাদের ছেলেমেয়েদের, আর আমরা তাদের ক্রিয়াকর্ম থেকে কোনো কিছুই তাদের জন্য কমিয়ে দেব না। প্রত্যেক ব্যক্তিই সে যা অর্জন করেছে সেজন্য দায়ী।

২২ আর আমরা তাদের প্রচুর পরিমাণে প্রদান করব ফলফসল ও মাছমাংস— যা তারা পছন্দ করে তা থেকে।

২৩ তারা সেখানে একটি পানপাত্র পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করবে, তাতে থাকবে না কোনো খেলো আচরণ, না কোনো পাপ।

২৪ আর তাদের চারিদিকে ঘুরবে তাদের কিশোররা,— তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তো!

২৫ আর তাদের কেউ-কেউ অপরের দিকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে এগিয়ে যাবে—

২৬ তারা বলবে— "নিঃসন্দেহ আমরা ইতিপূর্বে আমাদের পরিজনদের সম্পর্কে ভীত ছিলাম।

২৭ "তবে আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আর আমাদের রক্ষা করেছেন তাপপীড়িত বায়ুপ্রবাহের শাস্তি থেকে।

২৮ "আমরা অবশ্য এর আগেও তাঁকে ডাকতে থাকতাম। নিঃসন্দেহ তিনি খোদ অতি সদাশয়, অফুরন্ত ফলদাতা।

পরিচ্ছেদ - ২

২৯ অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাকো, কেননা তোমার প্রভুর অনুগ্রহে তুমি তো গনৎকার নও এবং মাথা-পাগলাও নও।

৩০ অথবা তারা কি বলে— "একজন কবি, আমরা বরং তার জন্য অপেক্ষা করি কালের কবলে পড়ার দরুন?

৩১ তুমি বলো— "তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও তবে অবশ্য তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষাকারীদের মধ্যে রয়েছি।"

৩২ অথবা তাদের বোধশক্তি কি এ-বিষয়ে তাদের নির্দেশ দিয়ে থাকে? অথবা তারা কি এক সীমালংঘনকারী জাতি?

৩৩ অথবা তারা কি বলে যে এটি সে বর্ণনা করেছে? না, তারা বিশ্বাস করে না।

৩৪ তাহলে তারা এর সমতুল্য এক রচনা নিয়ে আসুক,— যদি তারা সত্যবাদী হয়।

৩৫ অথবা তাদের কি সৃষ্টি করা হয়েছে কেউ না-থাকা থেকে; না তারাই সৃষ্টিকর্তা?

৩৬ অথবা তারা কি সৃষ্টি করেছিল মহাকাশমণ্ডল ও পৃথিবী? না, তারা দৃঢ়বিশ্বাস রাখে না।

৩৭ অথবা তাদের কাছেই কি রয়েছে তোমার প্রভুর ধনভাণ্ডার, না তারাই নিয়ন্তা?

৩৮ অথবা তাদের কাছে কি রয়েছে সিঁড়ি যার সাহায্যে তারা শোনে নেয়? তাহলে তাদের শ্রবণকারী নিয়ে আসুক এক সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৩৯ অথবা তাঁর কারণে কি রয়েছে কন্যারাসব, আর তোমাদের জন্য রয়েছে পুত্ররা?

৪০ অথবা তুমি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাইছ, যার ফলে তারা দেনায় ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে?

৪১ অথবা অদৃশ্য কি তাদের কাছে রয়েছে যার ফলে তারা লিখে ফেলতে পারে?

৪২ অথবা তারা কি ষড়যন্ত্র করতে চায়? কিন্তু যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তারা নিজেরাই ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়বে।

৪৩ অথবা আল্লাহ্ ছাড়া তাদের কি অন্য উপাস্য রয়েছে? আল্লাহ্‌রই সব মহিমা— তারা যা শরিক করে তিনি তার বাইরে।

৪৪ আর যদি তারা দেখে আকাশের এক টুকরো ভেঙ্গে পড়ছে, তাহলে তারা বলবে— "এক পুঞ্জীভূত মেঘমালা।"

৪৫ অতএব তাদের ছেড়ে দাও যে পর্যন্ত না তারা তাদের সেই দিনটির সাক্ষাৎ পায় যখন তারা হতভম্ব হয়ে যাবে,—

৪৬ সেইদিন তাদের চাল-চক্রান্ত তাদের কোনো কাজে আসবে না, আর তাদের সাহায্যও করা হবে না।

৪৭ আর যারা অন্যায়াচার করেছে তাদের জন্য এ ছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

৪৮ অতএব তোমার প্রভুর বিচারের জন্য ধৈর্য ধরে থেকো, বস্তুত তুমি নিশ্চয়ই আমাদের চোখের সামনে রয়েছ। কাজেই তোমার প্রভুর প্রশংসায় জপতপ করো যখন তুমি উঠে দাঁড়াও;

৪৯ আর রাতের বেলায়ও তবে তাঁর জপতপ করো এবং তারাগুলো ঝিমিয়ে যাবার সময়েও।